



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 491 - 498

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারী, পরিবেশ ও ধর্ম : ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ আন্দোলনের নতুন দিগন্ত

ড. দোয়েল দে

সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়

Email ID : nandyde.doyel@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024

Selection Date 20. 07. 2024

Keyword

Feminism,
Environmentalism,
Religion,
Spirituality.

Abstract

The term environmental feminism began to be mentioned in various environmental and feminist theories since 1970s and 1980s. The term environmental feminism was first coined by Francoise d'Eaubonne in her book "Le Feminisme on la Mort" (Feminism or Death) in 1974. Feminist writer Ynestra King and others have referred to this as the third Wave of the feminist movement. Environmental feminism acts as an environmental critique of feminism as well as a feminist critique of environmentalism. According to environmental feminists, any kind of exploitation and oppression of nature and oppression of women in patriarchal societies are synonymous and should be seen as the same. In this context it can be said, "Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological crisis within a society whose fundamental model of relationships continues to be one of domination. They must unite the demands of the women's movement with Those of the ecological movement to envision a radical reshaping of the basic socioeconomic relations and the underlying values of right."

Therefore, it can be said that eco feminism is a multi-faceted theory whose main point is that women are bound in an eternal bond with the environment, with nature. That is why the devaluation of the world is synonymous with the defamation of women One of the branches of this environmental feminism is spiritual activism, which is an amalgamation of three separate movements of the second half of the 20th century, namely - the spiritual movement, the environmental movement and the feminist movement. Although the three movements were carried out in completely different contexts, it is undeniable that the main source of all three movements lies in the various defects and deviations of the patriarchal social structure.



Discussion

ভূমিকা : পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি ১৯৭০ ও ৮০-র দশকে বিভিন্ন পরিবেশ ও নারীবাদী তত্ত্বে উল্লিখিত হতে থাকে। পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Françoise d' Eaubonne, ১৯৭৪ সালে লিখিত তাঁর বই 'Le Feminisme ou la Mort' (Feminism or Death)-এ। নারীবাদী লেখক Ynestra King এবং অন্যান্যরা একে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ বা Third Wave বলেও উল্লেখ করেছেন। পরিবেশ নারীবাদ acts as an environmental critique of feminism as well as a feminist critique of environmentalism. পরিবেশ নারীবাদীদের মতে প্রকৃতির উপর ঘটা যেকোনো ধরনের শোষণ ও উৎপীড়ণ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর ঘটা নির্যাতন সমার্থক এবং এদের একই রূপে দেখা উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে,

"Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological crisis within a society whose fundamental model of relationships continues to be one of domination. They must unite the demands of the women's movement with those of the ecological movement to envision a radical reshaping of the basic socioeconomic relations and the underlying values of this."^১

তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, পরিবেশনারীবাদ হল একটি বহুমুখী তত্ত্ব যার মূল কথাই হল নারী পরিবেশের সাথে, প্রকৃতির সাথে এক চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ। সেই কারণেই পৃথিবীর অবমূল্যায়ন নারীজাতির অবনমনের সমার্থক। এই পরিবেশ নারীবাদের একটি অন্যতম শাখা হল আধ্যাত্মিক পরিবেশনারীবাদ, যা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঘটা তিনটি পৃথক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ রূপ, যথা- আধ্যাত্মিক আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলন। যদিও তিনটি আন্দোলন সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক আঙ্গিক থেকে সম্পাদিত হয়েছিল, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তিনটি আন্দোলনের মূল আধার বা মূল সূত্রটি নিহিত আছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে।

নারী, পরিবেশ ও ধর্ম : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

পরিবেশ ও নারীর আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টির সাথে ধর্মের যোগসূত্রটি সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই বিদ্যমান, যা নারীর প্রজনন ও প্রকৃতির উর্বরতার মধ্যকার যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে নিওলিথিক যুগে যখন মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল, তখনই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে নারী উপাসনার উদ্ভব হয়েছিল। আদপে ধর্ম এমন একটি বিষয় যা সমাজ সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ধর্মের উদ্ভব ঘটে সমাজ থেকেই, আর প্রাকৃতিক পরিবেশই সমাজ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নারী উপাসনা সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। Edwin Oliver James এর মতে –

"An adequate supply of offspring and food being a necessary condition of human existence, the promotion and conservation of life have been a fundamental urge from Paleolithic times to the present day which has found magico - religious expression in a very deeply laid and highly developed cultus... with the transition from food gathering to food production the female principal continued to predominate the cultus that had grown up around the mysterious process of birth and generation."^২

আদপে একটা বিষয় নিশ্চিত রূপেই বলা যায় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারীকে preserver of human race বলে শ্রদ্ধা করা হয় অর্থাৎ নারীর মাতৃত্ব পরিবেশগত কারণেই সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে আদৃত হয়ে এসেছে।



কৃষিভিত্তিক সমাজে উর্বরতার প্রতীক হিসেবেই মাতৃপূজার উপাসনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে মাতৃ উপাসনার সাথে কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রটিও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বস্তুত কৃষি অর্থনীতির সূচনা পর্ব মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক অবস্থানের সূচনা করে, যা প্রকৃতপক্ষে সমকালীন সমাজে নারীর সামাজিক আধিপত্যের বিষয়টিকেই সুনিশ্চিত করে।

“...The principle of social security of the women seems to have developed particularly among agricultural tribes dependent on the economic role of women as the first agriculturists.”^৩

কিন্তু সমাজ যখন মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই নারীর ক্ষেত্রটিও হয়ে ওঠে সংকুচিত। এ প্রসঙ্গে Anne Primavsi, Carol Christ প্রমুখ নারীবাদী ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করেছেন যে,

“Patriarchal cultural structures revolved around layers of symbol systems that justified domination. For example they interpret the creation stories in the book of Genesis, fundamental for Judaism, Christianity and Islam, as demonizing both woman (Eve) and animal(Snake).”^৪

বস্তুতঃ, ভূমধ্যসাগরীয় এবং প্রাচীন ইউরোপীয় অঞ্চলে ইন্দো-আর্য আক্রমণের পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বাব্যস্থা প্রচলিত ছিল, যেখানে উর্বরতা তথা প্রজননের প্রতীক হিসাবে নারীর উপাসনা করা হত। কিন্তু আর্য আক্রমণের সূত্র ধরে এই অঞ্চলগুলিতে আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নব্যপ্রস্তরযুগীয় ছোট ছোট গ্রামগুলি ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হয় এবং সার্বিক ভাবে সমাজও পিতৃতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতায় রূপান্তরের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রধান উপাস্য হিসাবে ধরিত্রী দেবীর স্থান গ্রহণ করেন পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতীক আকাশের দেবতা, যিনি অন্য দিকে তৎকালীন সামরিক দেবতা হিসাবেও পূজিত হতেন। শুধু তাই নয়,

“the pattern of male deities killing female or animal deities in an effort to establish a patriarchal order and to control forces assumed to be chaotic repeats itself consistently. The snake, once a symbol of life was trampled under the feet of the male deity and connected to evil. Hell was in the Earth, and Heaven was removed to the sky. Paradise lost it’s materiality and became a masculine hierarchical projection.”^৫

আদর্শে অস্থায়ী যাবাবর জীবন থেকে স্থায়ী কৃষি ভিত্তিক জীবন হয়ে শিল্প ভিত্তিক সমাজে এবং তারপর বর্তমানের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর জীবনের এই দীর্ঘ বিবর্তনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুই রূপান্তরিত হয়। তাই সভ্যতার উষালগ্নের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়। আর এই রূপান্তরের প্রভাব অনিবার্যভাবেই ধর্মের উপর পড়ে।

বন্দনা শিব একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও পরিবেশ আন্দোলনকারী, তাঁর বই ‘Staying Alive : Women Ecology and Survival in India’ -এ ধর্ম ও পরিবেশ নারীবাদ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি ‘death of the feminine principle’ এর সাথে ‘maldevelopment’ এর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে বলেছেন,

“Militates against this equality in diversity and superimposes the ideologically constructed category of Western technological man as a uniform measure of the worth classes, cultures and genders. Diversity and unity and harmony in diversity become epistemologically unattainable in the context of maldevelopment, which then becomes synonymous with women’s underdevelopment (increasing sexist domination), and nature’s depletion (deepening ecological crises).”^৬



তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পুরুষতান্ত্রিকতা যতই নারীকে দমিয়ে রাখুক না কেন, নারীর সাথে পরিবেশ তথা প্রকৃতি আদিকাল থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত; কারণ প্রথমত, মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতির উৎপাদনশীলতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই কারণেই সভ্যতার উষালগ্ন থেকে Mother Earth এর উপাসনা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্যতাতেই দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, সমাজেও মেয়েদের অবস্থান পুরুষদের তুলনায় প্রকৃতির তথা পরিবেশের কাছাকাছি। কারণ তাদের প্রজনন ক্ষমতার কারণে তারা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডল যথা গৃহ পরিবেশে আবদ্ধ থাকে, যা প্রশ্নাতীতভাবে প্রকৃতির কাছাকাছি। এই কারণেই নারীদের দমন করা এবং প্রকৃতিকে শোষণ করা এই বিষয়দুটি Ecofeminist দের মতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আদ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী প্রকৃতির সাথে আর পুরুষ সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতির সাথে অধিক সান্নিধ্যের কারণে নারী সহজাতভাবেই প্রকৃতির উপর ঘটা যে কোনো শোষণ বা অত্যাচারের বিরোধিতা শুরু থেকেই করে আসছে। তাই নারীবাদী এবং পরিবেশবাদীরা উভয়েই প্রকৃতিকে নিরাপদ রাখার জন্যই নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে দূর করার পক্ষপাতী। আর ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতা পরিবেশ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো দৃঢ় তথা সুনিশ্চিত করে। বলা যেতে পারে, Spiritual Ecofeminism হল ...the re-sacralization of Nature, of the divine feminism inherent in all living beings. it is seen as part of a process of reconnection, a reestablishment of ways of knowing and being in the world that have been lost in the history of patriarchal domination. The Goddess, in myriad forms, represents an ultimate vision of connectedness.

একথা অনস্বীকার্য যে, নারী তার নারীত্ব তথা মাতৃত্বজনিত কারণে যেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুস্থানেই নারী উপাসনাকে প্রকৃতি উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসাবে মনে করা হয়। উদাহরণ হিসাবে প্রতীচ্যের Wicca, Feminist Witchcraft, Druid Tradition, Neo - shamanism ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, নব্য-পৌত্তলিকতাবাদও (Neo-paganism) প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারণেই আধ্যাত্মিকতা ও পরিবেশনারীবাদ তত্ত্বে দেবদেবীদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয়টিকে দুরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, দেবতা ও দেবীগণ উভয়ের প্রতিই মানুষ আস্থাশীল এবং নারী নিপীড়নের ক্ষেত্রটিকে সমাজ ও ধর্ম সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়ে যথাক্রমে দেব দেবীদের Masculinity এবং Femininity কে একত্রে উপাসনা করে। আবার অন্যদিকে প্রকৃতিকে মাতুরূপে অর্থাৎ Mother Earth উপাসনা করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে চন্দ্র, তারা, সমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সাথে একাত্ম ভাবে সেই উপাদানগুলিকেও অর্চনা করা হয়। এক্ষেত্রে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, Ecofeminism এর একটা বড় অংশ আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবেশ ও মানবজাতির পবিত্রতার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান। আর এক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে নারীর সম্পর্ককে সদর্থক শক্তির উৎস হিসাবে দেখা হয়।

নারী পরিবেশ ও আধ্যাত্মিকতা : প্রসঙ্গ ভারতবর্ষ :

ভারতীয় উপমহাদেশের আধ্যাত্মিকতা ও পরিবেশনারীবাদ বিষয়টি যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। ভারতবর্ষেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই সভ্যতার উষালগ্নের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এক্ষেত্রে নারী তথা মাতৃ উপাসনার সাথে কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রটিও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায় যেখানে মাতৃ উপাসনার প্রমাণ প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতায় প্রচুর নগ্ন নারী মূর্তি পাওয়া গেছে। এই নারী মূর্তি গুলির অধিকাংশই পোড়ামাটির তৈরি হতো এবং তারা Mother Earth এর replica হিসেবে পূজিত হতেন। এই ধরনের মূর্তিগুলি প্রকৃত অর্থেই মাতৃমূর্তির দ্যোতক কারণ এই মূর্তিগুলি হলো 'iconic perception' - যিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই জন্ম দান করেন, খাদ্য সরবরাহ করেন, যাবতীয় বিপদ আপদ এর হাত থেকে শিশু প্রাণ কে রক্ষা করেন। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলি একাধারে চিরন্তন নারীত্ব এবং চিরন্তন মাতৃত্বের এক অনবদ্য মিশ্রণ। ঋক বৈদিক যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা মাতৃ পূজার প্রচলনকে আরো ব্যাপক আকার দান করে। ঋক বৈদিক সংস্কৃতিতে উষা ও সরস্বতী ছাড়া অন্য কোন দেবীর সে অর্থে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, যার সাথে



ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় দ্রাবিড় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যেখানে,

“The leading feature is the worship of the female principle in nature...”^a

বেদে বলা হয়েছে,

“The Earth herself makes no remarkable figure: she is indeed deified, at least partially, is addressed as mother and substance of all things: is generally, in company with the sky, invoked to grant blessings; yet this never advanced further than a lively personation might go.”^b

কিন্তু কালের নিয়মে Mother Earth ধীরে ধীরে আরো গুরুত্ব অর্জন করতে থাকে আসলে কৃষি অর্থনীতি যত বেশি করে প্রসারিত হতে আরম্ভ করে ততই ধরিত্রী অর্থাৎ মৃত্তিকা এবং প্রকৃতি উপাসনার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে ধরিত্রীর শস্য উৎপাদনশীলতাকে নারীর প্রজনন ক্ষমতার সাথে তুলনা করে উপাসনা করা হয়। বলা যেতে পারে ধরিত্রী মাতা হলেন -

“The upholder of the human, animal and vegetable creation which rests upon her surface”^c

বেদের নারী উপাসনা উপনিষদের যুগে আরো বিস্তৃতি লাভ করে যেখানে,

“Upanisada identify this Vedic Proto Female as Prakriti, the manifest nature, which is the material aspect of the creation”.^d

আর এই উপনিষদীয় ব্যাখ্যা নারী উপাসনাকে এক ধরনের অদ্ভুত রহস্যময়তা দান করে -

“which perceived the Divine Female as Shakti, the guided cosmic energy and the transcendental source and support of all creatures and all created things.”^e

মহাকাব্যের যুগেও এই নারী আরাধনার বিষয়টি বিদ্যমান ছিল যেখানে মাতৃদেবী কে সুখ ও সমৃদ্ধিদায়িনী রূপে পূজা করা হত। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে পুরাণের যুগে দৈবী উপাসনার প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পায় এবং তা মূলত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। উপজাতি সম্প্রদায় নারী শক্তিকে Mother Earth এর প্রতিভূ রূপেই উপাসনা করত। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য যুগে পুনরায় Mother Goddess এর উপাসনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আদর্শে ধর্ম হল জীবনযাত্রার এমন একটি অপরিহার্য অংশ যেখানে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেন যে, ধর্মবিশ্বাস ‘value both human and nature.’^f এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে সভ্যতার উষ্মালগ্ন থেকে প্রকৃতির প্রতিভূ রূপে যে নারী উপাসনার প্রচলন হয়েছিল; তা কালের গতিপ্রবাহে নানা ভাবে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক হরপ্পা সভ্যতা পিতৃতান্ত্রিক আর্য সভ্যতায় বিবর্তিত হয়ে গেলেও মাতৃ উপাসনার ক্ষেত্রটি কিন্তু একই রয়ে গেছে- পরিবর্তিত হয়েছে শুধু তার রূপ ও প্রেক্ষিত। এক্ষেত্রে একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের সাথে সাথে, এর সাথে অনার্য ও লৌকিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ভারতীয় উপমহাদেশের নারী আরাধনাকে ব্যাপক আকার দান করেছে- যেখানে প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন উপাদান এবং নারী শরীর একাত্ম হয়ে এক অনবদ্য মাতৃ রূপ ধারণ করেছে। এই দেবীগণ মূলত প্রকৃতি বা তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ঐশী রূপ হিসাবেই আরাধ্যা হন। এ প্রসঙ্গে বৈদিক দেবী দুর্গার উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি আদিতে শাকম্বরী হিসেবে পূজিত হতেন। দেবী শাকম্বরী হলেন ‘Goddess of fertility and vegetation’, যার শরীর থেকে সমস্ত উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্ম। দেবী শাকম্বরী পরবর্তীতে বনদুর্গা রূপেও পূজিতা হন। বনদুর্গা বা শাকম্বরী মূলত কৃষির দেবী যিনি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কামনাতে পূজিতা হন।

সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমান কালেও সর্বজনপূজ্য দেবী বনবিবির উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে কারণ যেতে পারে। জঙ্গল নির্ভর সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষজন পেশার প্রয়োজনে (মধু ও কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি) জঙ্গলে ঢোকার আগে



বনবিবির পূজা করে থাকে। এই পূজার মধ্যে একদিকে যেমন থাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার আকুতি, তেমনি অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের আগে প্রকৃতি মাতার অনুমতি নেবারও প্রয়াস। তাই বনবিবির আরাধনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভয় ও বিশ্বাস একত্রিত হয়ে “led to the worship of nature, embodied in the form of the cult goddess Bonbibi, the guardian of the forest.”^{১০}

অপর এক উল্লেখযোগ্য দেবী হলেন দেবী মনসা, যিনি কোন বৈদিক দেবী নন। তিনি সম্পূর্ণ লৌকিক সর্পদেবী, তাই সর্পদংশন এর হাত থেকে রক্ষা পেতেই মানুষ তাঁর পূজার মধ্য দিয়ে দৈবী শক্তির শরণাপন্ন হয়। অর্থাৎ মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রথমে প্রজননের দেবী হিসেবে তিনি পূজিতা হতে শুরু হলেও ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে মনসা কৃষির দেবীতে রূপান্তরিত হন এবং খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে তিনি সর্প দেবী রূপে পূজিতা হতে শুরু করেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের একজন জনপ্রিয় দেবীতে পরিণত হন। এ প্রসঙ্গে জুন ম্যাকড্যানিয়েল বলেছেন,

“Originally a Adivasi (tribal) goddess, Manasa was accepted in the pantheon worshipped by Hindu lower caste groups. Later, she was included in higher caste Hindu pantheon, where she is now regarded as a Hindu goddess rather than a tribal one.”^{১১}

অর্থাৎ নারী ও প্রকৃতি আরো একবার দেবী মনসার মধ্যে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ নারীবাদের তত্ত্বটি হিন্দুধর্মের তথা হিন্দু সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রখ্যাত ভারতীয় নারী পরিবেশবাদী বন্দনা শিব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

“Women in India are an intimate part of nature, both in imagination and in practice. At one level nature is symbolized as the embodiment of the feminine principle and at another she is nurtured by the feminine to produce life and provide sustenance.”^{১২}

তাঁর মতে প্রকৃতি বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কিছুর উপাসনা করার অর্থ হল দৈব উপাসনা যার অনিবার্য ফল হবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বই *Staying Alive : Women, Ecology and Development* এ তিনি দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথমত, তাঁর ‘the feminine principle’ তত্ত্বের সাথে আধ্যাত্মিক পরিবেশ নারীবাদ এবং হিন্দু পুরাণ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক এবং পরিবেশ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ পুরুষতান্ত্রিকতার তীব্র সমালোচনা করেছে।

বন্দনা শিবের এই দৃষ্টিভঙ্গি অপরাপর পরিবেশবাদীদের দ্বারা বহুলাংশে সমালোচিত হয়েছে, যাদের মতে হিন্দু ধর্মে নারীদের গুরুত্ব বিষয়ক শিবের এই তত্ত্ব অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সমালোচনাবিহীন। এমনকি বন্দনা শিবের *Staying Alive : Women, Ecology and Development* বইয়ের ভূমিকায় রজনী কোঠারি লিখেছিলেন,

“...her often explicit and often implied equivalence between women and nature, as if all women are by definition conservationist, life-enhancing and equity seeking...”^{১৩}

আদর্শে বন্দনা শিবের আধ্যাত্মিক পরিবেশ নারীবাদ তত্ত্ব এবং তার ব্যাখ্যা হিসাবে মেয়েদের প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষাকারী হিসেবে দেখানোর তাঁর প্রচেষ্টা বহুভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে তাঁর তত্ত্ব ‘Oversimplification’, ‘romanticization’, এবং ‘Orientalist construction’ দোষে দুষ্ট। পরিবেশ নারীবাদ এর একটা প্রবণতাই হলো to focus on an essentialized idea of women.

নারী পরিবেশবাদী অপর একটি তত্ত্ব অনুসারে নারীরা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার আচরণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই তাদের পুরুষ সাথীদের তুলনায় প্রকৃতির অনেক বেশি কাছাকাছি থাকতে পারে। আর এই প্রকৃতির



সাম্প্রদায়িক নারী-পুরুষের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত পার্থক্য তৈরি করে দেয়; ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার দায়ভারও যেন পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি মেয়েদের উপর অনেক বেশি পরিমাণে ন্যস্ত হয়। এই মানসিকতারই প্রতিফলন দেখা হয়, স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে, যার মধ্যে অন্যতম হলো চিপকো আন্দোলন। অনেকের মতে যদিও এই আন্দোলন সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে ঘটা কৃষক আন্দোলন কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে উত্তরাখণ্ডের মহিলারা এই আন্দোলনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের সজ্জবদ্ধ প্রতিবাদ ছিল মূলত কাঠ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, যারা অন্যায়াভাবে প্রতিনিয়ত ওই অঞ্চলের গাছ কেটে কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে চলছিল। স্থানীয় ‘গ্রাম মহিলা মন্ডলের’ গৌড়া দেবী, বাচনি দেবী, গঙ্গা দেবী প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৭৪ এর ২৬ শে মার্চ একদল গ্রাম্য মহিলা অধুনা উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বিভিন্ন গ্রামে টানা চারদিন ধরে গাছগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করেছিলেন। তাদের লড়াই আপাতভাবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে হলেও বাস্তবে এই লড়াই প্রকৃতির সাথে মানুষের লড়াই- পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারী শক্তির লড়াই। এই লড়াইয়ে প্রকৃতির প্রতিভূ নারীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে চলে আসা প্রকৃতি উপাসনা এবং তার বাস্তবায়ন হিসেবে নারী উপাসনার ক্ষেত্রটিকে যেন আরো একবার পিতৃতান্ত্রিকতার সামনে সগর্বে তুলে ধরেছিল।

এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় অন্ধপ্রদেশের ন্দোলনে। আপ্লিকো শব্দের অর্থ হল আলিঙ্গন করা। চিপকো আন্দোলনের মতো এখানেও নারীরা গাছকে আঁকড়ে ধরে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল সেই অঞ্চলের বাস্তবতন্ত্রকে তথা সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে। একথা অনস্বীকার্য যে, এই পদক্ষেপ পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য ছেদনকে রুখে সেই অঞ্চলের সার্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করেছিল এবং অনুপ্রাণিত করেছিল ভারতের অন্যান্য স্থানের মহিলাদের অন্যায়া ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করার বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তুলতে।

উপসংহার : পৃথিবীর সমস্ত দেশের ধর্ম হল এমন একটি trait যা সেই দেশের সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি সব কিছুর সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় উপমহাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এখানে প্রকৃতির উপাসনা ধর্মের এক অনিবার্য অঙ্গ - আর প্রকৃতির প্রতিভূ রূপে নারী শক্তির উপাসনাও সনাতন ধর্মের এক অন্যতম উজ্জ্বল দিগন্ত। ফলে প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের চিপকো আন্দোলন কিংবা আপ্লিকো আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি যেন নারী শক্তির সাথে; তথা নারীর সৃজনী শক্তি প্রকৃতির সৃজনশীলতার সাথে একীভূত হয়ে গেছে। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধর্ম ও পরিবেশ এই উপমহাদেশে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে নারী শক্তির দ্বারা হয়ে উঠেছে ঋদ্ধ। তাই আধ্যাত্মিকতা পরিবেশ নারীবাদী আন্দোলনকে এক নতুন গতিময়তা দান করে সমগ্র পৃথিবীর সামনে এক নয়া দিগন্তে উদ্ভাসন ঘটিয়েছে।

Reference:

1. Ruether Rosemary Radford(1975), New Woman, New Earth : Sexist Ideologies and Human Liberation, Seabury Press, p. 204
2. James E. O(1994) The Cult of the Mother Goddess, New York, pp. 11-22
3. Bhattacharyya N. N (1999) The Indian Mother Goddess, New Delhi, p. 253
4. www.religionandnature.com (Encyclopedia of Religion and Nature, Edited by Bron Taylor, London and New York Continuum, 2005)
5. তদেব
6. Shiva Bandana, Staying Alive : Women, Ecology and Development (1988), Zed Books, p83
7. Bishop H. Whitehead, The Village Gods of South India (1916) Oxford University Press, pp.17,94

৮. Haug M (2014) *Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Persis*, Routledge, pp.160, 274, 306
৯. Bishop H. Whitehead, পূর্বোক্ত, p. 41
১০. Concept and Evolution of the Mother Goddess of India, www.exoticindiaart.com/m/article/mother
১১. তদেব
১২. Ghosh, Amitav, *The Hungry Tide: A Novel* (2005) Boston, p. 87
১৩. www.sahapedia.org/bonbibir-palagaan-tradition-history-and-performance
১৪. Mac Danial June, *Offering Flowers, Feeding Skulls: Popular Goddess Worship in West Bengal* (2004) Oxford University Press, USA, p. 36
১৫. Shiva Bandana, পূর্বোক্ত, p. 38
১৬. তদেব, p. 7